দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ৩১ AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

হলের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের পৃথক আন্দোলন

■ **জবি সংবাদদাতা**

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে পৃথক আন্দোলন শুরু করেছে সাধারণ শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ। দাবি আদায়ে গতকাল মঙ্গলবার পৃথক সমাবেশ ও অনশন ধর্মঘট থেকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল সকাল থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এসময় ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও সমাবেশ আহবান করা হয়।

সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সমাবেশে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এ এন রাশেদা, ভাস্কর রাশাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, প্রশাসনের উচিত শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে শিগগিরই হল নির্মাণের ব্যবস্থা করা। সমাবেশে আন্দোলনকারীদের উপর ছাত্রলীগের হামলার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি শিগগিরই হল নির্মাণে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট ঘোষণার দাবি জানানো হয়।

এ সময় আন্দোলনকারী এক শিক্ষার্থী বলেন, 'সব বাধা উপেক্ষা করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলাকালীন গত কয়েকদিনে দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা-কর্মীরা। এতে প্রায় দেড় পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

হলের দাবিতে সাধারণ

২০ পৃষ্ঠার পর

শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।'

সমাবেশ শেষে সংবাদ সম্মেলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি রাশেদুল ইসলাম বলেন, সুস্পষ্ট কোনো আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

একই দাবিতে গতকাল সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারের সামনে অনশন ধর্মঘট পালন করে জবি ছাত্রলীগ। শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি এফ এম শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অনশন কর্মসূচি শুরু হয়। এতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা অংশ নিলেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের দেখা মেলেনি। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতারা ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের অনশন ভাঙেন। অনশন শেষে জবি ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণা দেন। তবে জামায়াতের হরতাল থাকায় আজ বুধবার তাদের অবস্থান কর্মসূচি থাকবে না।

গত রবি ও সোমবার আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ফলে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম ছিল। কোনো বিভাগেই ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ক্ষোভ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘট পালনকালে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ন্যক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ।

জবি সাংবাদিক সমিতির বিবৃতি

এদিকে হল আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে নিতে একটি মহলের চক্রান্তে সোমবার সকালে বহিরাগত কয়েকজন সাংবাদিকসহ জবিতে কর্মরত সাংবাদিকদের একটি অংশ সাংবাদিক সমিতিতে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জবি সাংবাদিক সমিতি।